21534 - অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

প্রশ্ন

ইসলাম নিয়ে আমার কিছু সংশয় আছে, আপনি কি সেগুলো আমাকে স্পষ্ট করতে পারবেন? অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী? সকল অমুসলিম কি পাপী; যেহেতু তারা আল্লাহ ও ইসলামের অনুসরণ করে না? কোনো অমুসলিমের জন্য কি ইসলামের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো: সেগুলো সবই হয় বানোয়াট ও বাতিল অথবা রহিত।

বানোয়াট ও বাতিল ধর্মের উদাহরণ: প্রাচীন আরবদের মূর্তি ও পাথর পূজা।

রহিত ধর্মসমূহ: সেসব নবীদের আনীত ধর্ম যারা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে এসেছিলেন। এগুলো মূলত সঠিক ছিল, কারণ এদের উৎস ছিল আল্লাহর কাছ থেকে। কিন্তু ইসলাম এসে সেগুলোর স্থান গ্রহণ করেছে। তবে, এটি মূল আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নয়; যেমন আল্লাহর পরিচয়, ফেরেশতা, জান্নাত ও জাহান্নাম। কারণ এসব বিষয়ে সকল রাসূল একমত। বরং পার্থক্য হলো ইবাদতের পদ্ধতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়গুলোর ক্ষেত্রে। যেমন: নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে। তবে নবীদের অনুসারীদের মধ্যে যারা উত্তরসুরি তাদের থেকে আকীদায় বিকৃতি ও শিরিক জড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম এসে সেগুলো স্পষ্ট করেছে এবং মানুষকে সেই সহীহ আকীদার দিকে ফিরিয়ে এনেছে যা পূর্ববর্তী নবীরা নিয়ে এসেছিলেন।

আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর (রাঃ) তাওরাতের কিছু অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! (এগুলো) তাওরাতের কিছু সারসংক্ষেপ, যা আমি বনু কুরাইক’ গোত্রের এক ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছি।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে যাইদ (যাকে আযানের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল) বললেন: ‘আল্লাহ কি তোমার বুদ্ধি লোপ করে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় কী অবস্থা তা কি দেখতে পাচ্ছ না?” তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ‘আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে এবং কুরআনকে ইমাম (অনুসৃত) হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে

গলে। অতঃপর তনিি বললনে: ‘সইে সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদরে প্রাণ! যদি মুসাও তোমাদরে মাঝে উপস্থতি থাকতনে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ করে আমাকে ছড়েে দতিে, তাহলে তোমরা সুদূর গোমরাহতিে পড়ে যতে। তোমরা উম্মতসমূহরে মধ্যে আমার অংশ, আর আমি নবীগণরে মধ্যে তোমাদরে অংশ।’[হাদীসটি আহমাদ (১৫৪৩৭) বর্ণনা করছেনে]

ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “...এই হাদীসরে সকল বর্ণনা মলিযি়ে, যদওি এককভাবে কোনোটি দললিযোগ্য নয, তবুও সগেুলোর সমষ্টি প্রমাণ করে যে হাদীসটরি একটি ভত্তিি রয়ছে।”[ফাতহুল বারী: (১৩/৫২৫)]

এর দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কউে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার কাছ থকেে তা সটো কখনো গ্রহণ করা হবে না। সে আখরিাতে ক্ষতগ্রিস্তদরে অন্তর্ভুক্ত হবে।’[সূরা আলে ইমরান: ৮৫]

ইমাম ত্বাবারী রাহমিাহুল্লাহ এই আয়াতরে তাফসীরে বলনে: “মহান আল্লাহ এর দ্বারা বুঝযি়েছেনে: যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে নজিরে ধর্ম হসিবেে গ্রহণ করতে চাইবে, আল্লাহ তার কাছ থকেে তা কখনো কবুল করবনে না। “এবং সে আখরিাতে ক্ষতগ্রিস্তদরে অন্তর্ভুক্ত হবে” অর্থাৎ আল্লাহর রহমত লাভ থকেে নজিদেরেকে বঞ্চতিকারী।”[তাফসীরুত তাবারী: (৩/৩৩৯)]

ইসলাম তাদরেকে শুধু পাপী হসিবেে নয, বরং কাফরি হসিবেে দখে। যারা চরিকাল জাহান্নামে থাকবে, যমেনটি পূর্বরে আয়াতে উল্লখে করা হয়ছে।

সে ক্ষতগ্রিস্ত হয়ে জাহান্নামে থাকবে, সখোন থকেে বরে হবে না। কোনো কাফরিরে পক্ষে জান্নাতে প্রবশে করা সম্ভবপর নয; যতক্ষণ না সে ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

“যারা আমার আয়াতসমূহকে (নদির্শনসমূহকে) অবশ্বিাস করে এবং সগেুলোর প্রতি ঔদ্ধত্য দখোয়, তাদরে জন্য আসমানরে দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবশে করবে না; যতক্ষণ না সুচরে ছদ্রি দয়িে উট প্রবশে করে। (অর্থাৎ সুইয়রে ছদ্রিে উট প্রবশে করা যমেন অসম্ভব তাদরে জান্নাতে প্রবশে করাও তমেন অসম্ভব) আর এভাবইে আমি অপরাধীদরে শাস্তি দইি।’[সূরা আল-আ’রাফ: ৪০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে প্রমাণতি যে তনিি বলছেনে: ‘সইে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মতরে যে কোনো ইহুদি বা খ্রষ্টিান আমার কথা শুনবে, তারপর আমি যা নয়িে প্ররেতি হয়ছেি তাতে ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে; সে জাহান্নামবাসীদরে অন্তর্ভুক্ত হবে।’[হাদীসটি মুসলমি বর্ণনা করছেনে]

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি তনিি যনে অন্যান্য ধর্মরে সত্যান্বষেী ব্যক্তদিরেকে ইসলাম ও কুরআন নয়িে গভীরভাবে অনুসন্ধানরে পথ দখোন এবং আল্লাহ তাদরেকে সুপথে পরচিালতি করনে ও তাদরে বুককে ইসলামে প্রবশে করার জন্য প্রশস্ত করে দনে।